২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৪

পর্যটন শান্তির সোপান
TOURISM AND PEACE

WORLD TOURISM DAY 2024 | TOURISM AND PEACE
পর্যটন শান্তির সোপান

UN Tourism

Bangladesh Tourism Board

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

☐ বিশেষ ক্রোড়পত্র ☐ প্রকাশনায় : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ আশ্বিন ১৪৩১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাণী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা খাতগুলোর মধ্যে 'পর্যটন' অন্যতম। পর্যটন শিল্প একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সম্পদ সংরক্ষণ, দারিদ্র্যমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। পর্যটন শিল্প স্থানীয় জনগণ ও পর্যটকদের মধ্যে পারস্পরিক সংস্কৃতি, ভাব ও মতাদর্শ বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন ও শান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পর্যটন বৈদেশিক কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং অর্থনৈতিক মন্দা, নিরাপত্তাহীনতা এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সমাধানেও একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করার পাশাপাশি পর্যটন শিল্প বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ব পর্যটন দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Tourism and Peace' (পর্যটন শান্তির সোপান) সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প খুবই সম্ভাবনাময়। পরিবেশের ভারসাম্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে পর্যটনসমৃদ্ধ দেশসমূহের সাথে যৌথ বিপণন কর্মসূচি, পরিচিতি ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সার্কিট স্থাপন, আন্তঃসীমান্ত পর্যটন এবং আঞ্চলিক পর্যটন উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও বিনিময়, পর্যটন তথ্য আদান-প্রদান, পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ, পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা, ভিসা সহজীকরণ এবং ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শান্তিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আশ্বিন ১৪৩১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাণী

২৭ শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে "বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৪" পালিত হচ্ছে। এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Tourism and Peace" যার বাংলা ভাবার্থ 'পর্যটন শান্তির সোপান'। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শান্তিরক্ষা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও বৈষম্যহীন বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পর্যটনের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পর্যটন একটি নতুন ধরনের কূটনীতি, যা আন্তর্জাতিক বন্ধন সৃষ্টিতে এবং শান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্য বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের জন্য রয়েছে অনন্য সব উপকরণ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত সুন্দরবন, পৃথিবীর দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন বালুকাময় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, অনিন্দ্য সুন্দর পার্বত্য অঞ্চল, চায়ের রাজ্য সিলেট, ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর বর্ণিল সংস্কৃতি, বাঙালির উষ্ণ আতিথেয়তা, বছরব্যাপী অঞ্চলভিত্তিক উৎসব ও ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারসহ দেশজুড়ে বিস্তৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি বাংলাদেশের পর্যটনকে করেছে সমৃদ্ধ।

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UN Tourism) পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান তরান্বিতকরণে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের যথাযথ বিকাশের জন্য নতুন ও অর্ন্তভুক্তিমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান ৩.০২ শতাংশ হলেও আশা করা যাচ্ছে পর্যটন শিল্পে এর আকার ও অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। পর্যটন মূলত বেসরকারি উদ্যোগ নির্ভর শিল্প। ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের গৃহীত উদ্যোগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের জন্য চূড়ান্তকরণের প্রক্রীয়াধীন রয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন মহাপরিকল্পনা যেখানে জিডিপিতে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অবদান দুই ডিজিটে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পর্যটন ও শান্তি পরস্পর পরিপূরক। শান্তির লক্ষ্যে যে অভিযাত্রা তা এককভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্ব ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যে রূপান্তর করতে পারব।

'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৪' এর সফলতা কামনা করছি।

নাসরীন জাহান

পর্যটন শান্তির সোপান
আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের

পর্যটন এবং শান্তি, দুটি শব্দ হলেও এদের মধ্যে রয়েছে গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পর্যটন শুধু একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয়, এটি বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রেক্ষাপটে, পর্যটনকে শান্তির সেতুবন্ধন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পর্যটন বিকাশের জন্য শান্তি প্রয়োজন আবার পর্যটনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন সম্ভব। কখনও কখনও কোন দেশে অথবা কোন অঞ্চলে স্থানীয় বা আর্ন্তজাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার কারণে সহিংসতা অনিবার্য হয়ে উঠে। এই সহিংসতার ধোঁয়ে যার মানুষের চলাচল, বাধাগ্রস্ত হয় পর্যটন। মানুষের ভ্রমণের জন্য, বেড়ানোর জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আবশ্যক। পর্যটন মানে নিজের স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে যাওয়া। নিজের স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে যাওয়ার জন্য মানসিক ও দৈহিক শান্তি প্রয়োজন, প্রয়োজন যাত্রাপথে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা ও অবস্থা। নিরাপদ পরিবহন, আরামদায়ক আবাসন এবং মজাদার-নিরাপদ খাবার পর্যটনের জন্য অপরিহার্য। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে, পর্যটন বিকাশের জন্য যে শান্তির প্রয়োজন যদি তা অনুপস্থিত থাকে তাহলে পর্যটন বিকশিত হবেনা এবং পর্যটনের মাধ্যমে আমরা যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখি তা অর্জন করা সম্ভব হবেনা।

পর্যটনশিল্প: ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ ১২টি উপখাত পর্যটনশিল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশের ১৭টি অগ্রাধিকার শিল্পের মধ্যে পর্যটনশিল্পের অবস্থান তৃতীয়। ৩৪টি সেবাশিল্পের মধ্যে পর্যটন সেবা নবম স্থানে রয়েছে। অর্থনীতির সহায়ক সেবা খাত হিসেবে পর্যটনের সাথে যুক্ত রয়েছে বিপুল সংখ্যক লোক। ফলে এই শিল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ পর্যটনশিল্পে ৭২ লক্ষ ৮৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। এ শিল্পের মধ্যে রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা- বিমান, ট্যুরিস্ট কোচ, প্রমোদতরী, ট্যাক্সিকার; আতিথেয়তা সেবার মধ্যে রয়েছে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা- হোটেল, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, বার; আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের মধ্যে রয়েছে- এমিউজমেন্ট পার্ক, সিনেমা, ক্যাসিনো, থিয়েটার, মঞ্চ সংগীত ইত্যাদি। বাংলাদেশ, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং অতিথিপরায়ণতার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। সুন্দরবন, কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীর ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ পর্যটকদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ শুধু দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে না, এটি দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকেও শক্তিশালী করে। যখন বিদেশি পর্যটকরা আমাদের দেশে আসেন, তখন তারা আমাদের সংস্কৃতি এবং মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করেন, যা আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ককে উৎসাহিত করে।

পর্যটনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন: পর্যটনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন সম্ভব-এ কথার পেছনে কতটা যুক্তি আছে তা বিশ্লেষণ করার দাবি রাখে। পর্যটক কোন সুসংগঠিত শ্রেণি নয়। পর্যটক কখনও একজন ব্যক্তি, কখনও এক বা একাধিক পরিবারের সদস্য, কখনও বন্ধুবান্ধব, কখনও অফিস কলিগগণ আবার কখনও বিনিময় সিটিজেন নারী বা পুরুষের দল। এরা কখনও বেড়ানোর জন্য অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনা। সে কারণেই বলা হয় পর্যটন শান্তির উৎপাদক নয় বরং "শান্তি লাভকারী"। পর্যটন কেবল সেখানেই সম্ভব যেখানে শান্তি বিরাজমান; এটি যুদ্ধ অঞ্চলে অনুপস্থিত এবং উচ্চ সংঘর্ষ এবং উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় পর্যটন অনেকটাই হ্রাস পায়। তাহলে পর্যটনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন কেমন করে সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব। কারণ পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। গত ছয় দশকে বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পগুলির মধ্যে পর্যটনশিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বেকারত্ব হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পর্যটন অর্থনৈতিকভাবে পক্ষাংপদ অথচ সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ কমিউনিটির আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এই শিল্পের সাথে নানাভাবে অনেক মানুষ যুক্ত হয়। এরা সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে, সমাজের অপরাপর শ্রেণিকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে সে সকল দেশে যাদের জিডিপির একটি বড়ো অংশ আসে পর্যটন থেকে। শ্রীলংকা এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। নিকট অতীতের অশান্ত শ্রীলংকা এখন পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণক্ষেত্র। তবে পর্যটনের মাধ্যমে সংঘাত "সরাসরি প্রতিরোধ" বা "অপারেশনাল প্রতিরোধ" সম্ভব নয়, যেখানে মধ্যস্থতা, আলোচনা, সালিশ, আগাম সতর্কতা এবং প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মতো কার্যকলাপ জড়িত। বরং সংঘাত সংঘর্ষের কাঠামোগত প্রতিরোধে পর্যটন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কাঠামোগত প্রতিরোধ অর্থ হচ্ছে সংঘাত সংঘর্ষের অর্ন্তনিহীত কারণ নিরূপণ এবং তার বিনাশ সাধন করা এবং ভবিষতে যাতে এ কারণগুলোর উত্থান না হয়, উদ্ভব না ঘটে সে বিষয়ে সর্বদা কাজ করা। বিশ্বের সমস্ত অংশে ইতিবাচক শান্তি বজায় রাখতে পর্যটন কীভাবে অবদান রাখবে সে বিষয়ে গবেষণা করে ইউএন ট্যুরিজম কর্তৃক পর্যটনশিল্পের অগ্রগতির উপায় সম্পর্কে পুনরায় ডিজাইন করা প্রয়োজন।

পর্যটনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের উপায়: পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, এবং দেশভেদে মানুষকে একত্রিত করে। পর্যটনের মাধ্যমে মানুষ নতুন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জীবনধারা সম্পর্কে জানতে পারে, যা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতা বাড়ায়। শান্তি স্থাপনের জন্য এই বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান জন্মায়। প্রথমত, পর্যটন বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করে। পর্যটকরা যখন বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন, তারা সে সকল দেশের লোকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের জীবনের ধরণ সম্পর্কে জানতে পারেন। এই বিনিময় প্রক্রিয়া মানবিক বন্ধনের সৃষ্টি করে, যা শান্তি স্থাপনে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, পর্যটন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, যা স্থিতিশীলতা ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ কর্মসংস্থান পায় এবং তাদের জীবনমান উন্নত হয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সামাজিক অস্থিরতা এবং সংঘর্ষ হ্রাস করে, যা শান্তি স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তৃতীয়ত, পর্যটন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সহায়তা করে। যখন একটি জাতি তার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারে, তখন তাদের মধ্যে আত্মগর্ব ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। এই সম্মান অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধার জন্ম দেয়, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক পর্যটন মানবজাতির মধ্যে সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এবং সহনশীলতার মূল্যবোধকে উন্নীত করে, যা বিশ্বব্যাপী শান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস: ২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস। এ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ তার বার্ষিক শান্তি ঘন্টা বাজানো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রতিবছর ২১শে সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে পালন করে। এই ২৪ ঘন্টা সহিংসতা ও যুদ্ধ বন্ধ করতে সবদেশকে আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব শান্তির দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হয়। বৈশ্বিক বিরোধের মাঝেই প্রতিবছর জাতিসংঘ তার নির্ধারিত সময়ে বা তা আগে ঘন্টা বাজানো অনুষ্ঠান করে। রীতি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের পিস গার্ডেনে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব পর্যটন দিবস: প্রতিবছর ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব পর্যটন দিবস। এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য "Tourism and Peace" যার বাংলা তরজমা করা হয়েছে 'পর্যটন শান্তির সোপান'। ২০২৪ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসের থিম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে পর্যটন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম নয়, এটি বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সমঝোতার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। পর্যটন একটি দেশের পরিচিতি ও ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। বিদেশি পর্যটকদের আগমন কেবল দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে না, এটি দেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, বোঝাপড়া এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত ও অস্থিরতা বিরাজ করছে।

এই প্রেক্ষাপটে, পর্যটন এমন একটি মাধ্যম হতে পারে যা মানুষকে একত্রিত করে, জাতির মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচনা করে। যখন পর্যটকরা বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি পরিদর্শন করেন, তখন তারা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যা তাদের মধ্যে মানবিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে। এই মানবিক সম্পর্কই বিশ্ব শান্তির অন্যতম ভিত্তি। বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যবাহী ও শান্তিপূর্ণ দেশ, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্য দিয়ে বিশ্ব পর্যটকদের আকর্ষণ করে আসছে। পর্যটনের বিকাশ কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয়, এটি দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যখন বিদেশি পর্যটকরা আমাদের দেশের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন, তখন তারা আমাদের দেশের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলেন। এর ফলে, আমাদের দেশের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। পর্যটন স্থানের পরিবেশ রক্ষা এবং বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশের প্রতিটি প্রান্তে এমন সব পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করতে হবে, যা কেবল সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না, বরং শান্তি ও মানবিকতার বার্তা বহন করে।

পর্যটন এবং শান্তি একে অপরের পরিপূরক। পর্যটন যখন শান্তির বার্তা বহন করে, তখন তা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করে এবং একটি বৈশ্বিক সম্প্রদায় গড়ে তোলে। তাই, পর্যটনকে শান্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আমরা একটি আরও শান্তিপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি। সর্বোপরি, পর্যটন একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পর্যটন যাত বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সমঝোতার প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আশ্বিন ১৪৩১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাণী

প্রতিবছরের মতো বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২৪' যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবছরের প্রতিপাদ্য "Tourism and Peace' বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

ভ্রমণ নতুন অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির দরজা খুলে দেয়, স্থাপন করে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য। দেশি ও বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের নানাবিধ উপকরণ বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৈচিত্রময় জীবনধারা, বছরব্যাপী আকর্ষণীয় উৎসব ও সংস্কৃতি, মুখোরচক খাবার, প্রত্ননিদর্শন, বন ও জলাভূমি, এদেশের মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তা ইত্যাদি বরাবরই দেশি বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে।

পর্যটন একটি শ্রমঘন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্প যেখানে নিয়োজিত রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির অংশীজন। জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ পর্যটন শিল্পের ১২ টি উপখাতের উল্লেখ রয়েছে যেখানে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। পর্যটন শিল্প দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের পাশপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ড এর সুযোগ-সুবিধার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে। ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ড এর মূল চালিকাশক্তি তারুণ্য। তারুণ্যের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানকে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। তারুণ্যের কার্যকর প্রয়োগ পর্যটন শিল্পের ইতিবাচক ও গুণগত পরিবর্তন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পর্যটনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পর্যটনের দ্বারা বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির ভাব বিনিময় সম্ভব যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও শান্তির বন্ধন। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় একটি দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য নাম।

আমি "বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২৪" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

১২ আশ্বিন ১৪৩১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাণী

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৪ পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UN Tourism) ঘোষিত এ বছরের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'Tourism and Peace' অর্থাৎ 'পর্যটন শান্তির সোপান'। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরিতে পর্যটন এর ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ভিন্ন সংস্কৃতি, পরিবেশ ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংযোগকারী সেতু হিসেবে পর্যটন কাজ করে থাকে। পর্যটন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার দার খুলে দেয়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান কে উৎসাহিত করে, পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ কে লালন করে, সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং মানব জীবনের বৈচিত্রময় জীবনবোধ কে উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, সৌন্দর্যবোধ এবং ঐতিহ্যের সাথে একাত্ম হয়ে আমরা পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সুখ-সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে পারি যা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মৌলিক উপদান হিসেবে কাজ করে। বিশ্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভেদ ও বিভক্তন দৃঢ়ীকরণ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দ্বন্দ্ব, সংঘাতময় ও পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতায় ভরপুর বর্তমান সময়ে পর্যটন আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা রাখছে এবং কৌতুহলোদ্দিপক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও পরস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কে তুলে ধরছে। পর্যটন আমাদের চিন্তা-চেতনার ভিন্নতা এবং পারস্পরিক সংহতি ও সৌহার্দ্য কে সম্মান করতে শেখায় এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে থাকে।

পর্যটন ও শান্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ পর্যটন শান্তির সোপান। শান্তি প্রতিষ্ঠায় পর্যটন যেমন অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে তেমনি পর্যটনের বিকাশের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশের নিশ্চয়তাও অত্যন্ত জরুরি। পর্যটন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে যা দারিদ্র্যমোচন করতে এবং মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় অর্থনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পর্যটন অনেকের জন্য জীবীকা নির্বাহের উৎস হতে পারে। এর ফলে দ্বন্দ্ব সংঘাত এড়িয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। পর্যটন বিভিন্ন এবং জনগ্রহন অঞ্চলের মানুষের মাঝে অব্যাহত সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনার পাশাপাশি শান্তি স্থাপনে মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণে ভরপুর অমিত সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিশ্বের যে কোনো পর্যটককে আকর্ষণ করতে সক্ষম। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে দেশের পর্যটন খাতের বিশাল সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে পর্যটন কে একটি অগ্রাধিকারভু